33743 - কোরবানকিারীর পরবিাররে সদস্যরা যলিহজ্জ মাসরে দশদনি চুল ও নখ কাটতে পারনে

প্রশ্ন

যনিি কোরবানি করবনে তনিি যদি পুরুষ হন সক্ষেত্রেে তার স্ত্রী-পুত্রদরে জন্যে যলিহজ্জ মাস শুরু হওয়ার পর চুল কাটা ও নখ কাটা কি জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হ্যাঁ; সটো জায়যে। ইতপিূর্বে 36567 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করা হয়ছে যে, কোরবানকিারীর জন্য চুল, নখ ও শরীররে চামড়ার কোন অংশ কাটা হারাম। এ হুকুমটি কোরবানকিারী; অর্থাৎ যনিি কোরবানরি পশুর মালকি তার জন্য খাস।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

“পক্ষান্তরে কোরবানকিারীর পরবিার: তাদরে উপর কোন কছিু নইে। আলমেগণরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী, তারা চুল কাটা ও নখ কাটার নষিধোজ্ঞার আওতায় নইে। হুকুমটি কোরবানকিারীর জন্য খাস যনিি তার সম্পদ থকেে কোরবানরি পশুটি ক্রয় করছেনে।” [ফাতাওয়া ইসলামিয়্যিা (২/৩১৬)]

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়া সমগ্রে (১১/৩৯৭) এসছে:

“যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার জন্য বধিান হচ্ছে- তনিি যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দখোর পর থকেে নজিরে চুল, নখ ও চামড়ার কোন অংশ কাটবনে না; যতক্ষণ না তনিি কোরবানি সম্পন্ন করনে। দললি হচ্ছে একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মে সালামা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দখে এবং তোমাদরে কউে কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যনে তার চুল ও নখ কাটা থকেে বরিত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ (২৭৯১) ও সহহি মুসলমি (১৯৭৭) এর ভাষ্য হচ্ছে- “কউে যদি জবাই করার জন্য কোন পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করে তখন সে যনে তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে”। এক্ষত্রেে সে নজি হাতে জবাই করুক কংিবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়ত্বি দকি উভয়টা সমান। আর যাদরে পক্ষ থকেে কোরবানি করা হচ্ছে তাদরে জন্য এসব বধিান নইে। যহেতেু এই মর্মে কোন দললি নইে।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ‘আল-শারহুল মুমতি’ গ্রন্থে (৭/৫৩০) বলনে:

“যাদরে পক্ষ থকেে কোরবানি করা হচ্ছে তারা এগুলো কাটলে কোন গুনাহ নইে। দলিল হচ্ছে নম্নিরূপ:

১। হাদসিরে বাহ্যকি মর্ম এটাই। সটো হচ্ছ- হারাম হওয়াটা যনিি কোরবানি করবনে তার জন্য খাস। এর আলোকে হারাম হওয়া পরবিাররে কর্তার জন্য খাস হবে। আর পরবিাররে সদস্যদরে জন্য হারাম হবে না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুমটাকে কোরবানকিারীর সাথে সম্পৃক্ত করছেনে। এর (বপিরীত) মর্মার্থ হচ্ছ- যাদরে পক্ষ থকেে কোরবানি করা হচ্ছে তাদরে জন্য এ হুকুম সাব্যস্ত নয়।

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবিাররে সদস্যদরে পক্ষ থকেে কোরবানি করতনে। কন্িতু এমন কোন বর্ণনা আসনেি যে, তনিি তাদরেকে বলছেনে যে, ‘তোমরা তোমাদরে চুল, নখ ও চামড়ার কোন অংশ কটেো না’। যদি এগুলো করা তাদরে জন্য হারাম হত তাহলে অবশ্যই তনিি তাদরেকে নষিধে করতনে। এটাই অগ্রগণ্য অভমিত।”[সমাপ্ত]